[redacted]

[redacted]

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান বলেন, এই ঘটনাটা আমার মনে হয় না সত্য। কারণ এটা যদি হতো, তাহলে আগেই জানতে পারতাম। কমিটি হয়তো অন্য জায়গায় গেছে, সে কারণে হয়তো এমন অপপ্রচার করছে। আমি তাদের বলেছিলাম মিল্টন ভাই এসেছেন, তোমরা অভিযোগ দিছো, আমি আছি, মিল্টন ভাই আছেন, নেতারা সবাই আছেন, তোমরা আসো। কিন্তু ওরা কেউ আসেনি। অভিযোগ দিছে, আমি ডাকলাম তাহলে আসবে না কেন? অভিযোগ আমাদের কাছে আগে দেবে, সাংবাদিকদের কাছে দেবে কেন? জেলা বিএনপি কারোর কাছ থেকে এক কাপ চা খেয়ে কমিটি দিয়েছে এমন কোনো নিদর্শন নেই। এক কাপ চা খেয়ে কমিটি দেওয়া হয়নি, ৭ লাখ ৮ লাখ তো দূরের কথা। পুরো বিষয়টাই বানোয়াট।

এদিকে, সংবাদ সম্মেলনের জের ধরে গতকাল সন্ধ্যায় অভিযোগকারীর বাড়িতে ইট-পাটকেল ছোড়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

লুণ্ঠিত সম্পদ ফেরত না দিলে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে-মাসুদ অরুন

মানুষের সম্পদ যারা লুণ্ঠিত করেছে, তারা যদি তা ফেরত না দেয়, তাহলে জনগণ দাবি করলে তাদের বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। যারা দালালি করে লক্ষ-কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে, তাদের সেই টাকা জনগণের কাছে ফেরত দিতে হবে।

আজ শনিবার (২৩ নভেম্বর) বিকেলে আমঝুপি ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে আমঝুপি বালক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, গরিব মানুষের সঙ্গে আমাদের কোনো বিভেদ নেই। তবে, অতীতে দেখা গেছে, ১০ কেজি চাল নিতে হলেও বা বিধবা ভাতা নিতে হলেও মানুষকে “জয় বাংলা” বলতে বাধ্য করা হয়েছে। আমরা গরিব মানুষের প্রতি বৈষম্যহীন নীতিতে বিশ্বাস করি।

আমাদের লড়াই তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের সম্পদ লুণ্ঠন করেছে, গরিবের অধিকার কেড়ে নিয়েছে এবং জনগণের ওপর নিপীড়ন চালিয়েছে। দুনিয়ার মেহনতী মানুষদের সঙ্গে আমাদের কোনো শত্রুতা নেই, শত্রুতা কেবল তাদের সঙ্গেই, যারা জনগণকে কষ্ট দিয়েছে এবং তাদের অধিকার হরণ করেছে। লড়াই এখনো শেষ হয়নি। যতক্ষণ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন না আসবে, ততক্ষণ বিএনপির কর্মীরা সতর্ক থাকবে। একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে জনগণের কাছে ফেরত দিতে হবে।

সমাজসেবক ও রাজনীতিবিদ মোঃ শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন ও মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোঃ আমিরুল ইসলাম।

সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ সাইফুল ইসলাম।

এছাড়াও এসময় জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, রোমানা আহমেদ, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল রহমান জাহিদ, ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির, সদর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব শেখ ফজলে রাব্বিসহ হাজারো নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের বারাদীতে প্যানেল চেয়ারম্যান নিয়ে ষড়যন্ত্র, ইউনিয়ন বিএনপি প্রতিবাদ সমাবেশ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী ইউপি চেয়ারম্যান গত ৫ই আগস্ট বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সংগ্রামের পর থেকে পলাতক। পরবর্তীতে সরকারিভাবে চেয়ারম্যানকে অব্যাহতি দেয়া হয়। এরপর থেকে প্রশাসক নিয়োগের মাধ্যমে পরিষদের দাপ্তরিক কার্যক্রম চলমান থাকলেও স্থানীয়ভাবে ইউনিয়নবাসী বিভিন্ন রকম সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে

এবং ভোগান্তির শিকার হচ্ছে দিনের পর দিন। এ নিয়ে প্যানেল চেয়ারম্যান নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে সমাবেশ করেছে ইউনিয়ন বিএনপি ও জনসাধারণ।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে বারাদী ইউপি কার্যালয় প্রাঙ্গণে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন বিএনপির প্রবীণ নেতা আবুল হাশেমের সভাপতিত্বে প্রধান বক্তা ছিলেন সদর থানা যুবদলের সভাপতি লিয়াকত আলী মেম্বার।

প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তারা বলেন, প্যানেল চেয়ারম্যান নির্বাচন নিয়ে বিএনপি’র একটি কুচক্রী মহল ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল ও আত্মসিদ্ধির জন্য আওয়ামীলীগ সমর্থিত ৪ নং ওয়ার্ড সদস্যকে প্যানেল চেয়ারম্যান বানানোর পাঁয়তারা করছে। সারাদেশের আপমর জনতা যখন আওয়ামী দুঃশাসনে নির্যাতিত নিপীড়ত হয়ে রাজপথে আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে শেখ হাসিনা সহ তার দোসরদের দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে সেখানে বিএনপি’র কতিপয় দালাল আওয়ামী লীগের মেম্বারকে সমর্থন দিয়ে পুরো জাতির সঙ্গে বেইমানি করছে। আমরা তা হতে দেব না, আমরা শক্ত হাতে তা প্রতিহত করব। বারাদী ইউনিয়ন পরিষদ আওয়ামীলীগ সমর্থিত মেম্বার পরিচালনা করবে এটা আমাদের জন্য লজ্জাজনক। ইউনিয়ন বাসীর প্রাণের দাবী বারাদী ইউনিয়নের একমাত্র বিএনপি সমর্থিত মেম্বার কামরুজ্জামান মুকুলকে আমরা প্যানেল চেয়ারম্যান হিসেবে দেখতে চাই।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, সাবেক ইউপি সদস্য আশরাফুজ্জামান আলিহিম মেম্বার, ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির, যুবদল নেতা শফি আহমেদ শফি, ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি লাল মহাম্মদ, ইউনিয়ন ছাত্রদলের সহ-সভাপতি সোহানুর রহমান যুবদল নেতা আসলাম আলী বিএনপি নেতা আইয়ুব আলী।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন ইউনিয়ন যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর কবির জয়নাল। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন বিএনপি’র বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃৃন্দরাও ।

আলমডাঙ্গায় ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি-সেক্রেটারি সহ গ্রেফতার ১১

আলমডাঙ্গায় বিএনপির ১১ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার বিএনপির মহা-সমাবেশকে কেন্দ্র করে নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করা হয়েছে বলে অভিযোগ দলটির। তবে পুলিশ বলছে, পূর্বের সুনির্দিষ্ট মামলায় তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সদস্যসচিব শরিফুজ্জামান শরিফ অভিযোগ করে বলেন, আজ বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় বিএনপির মহাবেশকে ঘিরে পুলিশ ধরপাকড় শুরু করেছে। এ জেলা থেকে নেতাকর্মীরা সমাবেশস্থলে যেতে না পারে, সেকারণেই মঙ্গলবার রাত থেকে বুধবার ভোর পর্যন্ত পুলিশ বিএনপি নেতাকর্মীদের বাড়ি বাড়ি অভিযান চালিয়েছে। এ সময় দুই ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি-সেক্রেটারি সহ ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেফতার নেতাকর্মীদের মধ্যে বাড়াদী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আসাদুজ্জামান বকুল (৫৩), সহ-সভাপতি ফারুক হোসেন (৪০), ভাঙবাড়িয়া ইউনিয়ন বিএনপির সেক্রেটারি আতাউল হুদা (৪৫), বাড়াদী ইউনিয়ন বিএনপির সদস্য ওবাইদুল ইসলাম ঝন্টু (৪৩), লুৎফর রহমান টিটু (৫০), ইউনিয়ন বিএনপি নেতা ও চিকিৎসক এ কে এম নাজমুস সালেহীন লিপন (৪১), জেহালা ইউনিয়ন বিএনপি সদস্য সমসের আলী ছমে (৪৭), জামজামি ইউনিয়ন বিএনপি নেতা মজিবর রহমান (৫৫), খাসকররা ইউনিয়ন বিএনপির সদস্য ফতে আলী (৬০), ভাঙবাড়িয়া ইউনিয়ন বিএনপির সদস্য বাদশা আলম (৬০), আলমডাঙ্গা পৌর ছাত্রদলের সদস্য জনি (২৮)। আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম রোকন বলেন, মহাসমাবেশ বাঁধাগ্রস্ত করতে অপকৌশল নিয়েছে সরকার। তারা দলীয় নেতাকর্মীদের বাড়িতে পুলিশ দিয়ে অভিযান চালাচ্ছে। মিথ্যে মামলায় ১১ জন নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ ।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক ওসি (তদন্ত) একরামুল হোসেন বলেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। যাদের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মামলায় আটকৃতদের গতকাল বুধবার দুপুরে কোর্টের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।